যুগান্তর

তারিখ ... 1 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ .....

মাধ্যমিক মডেল স্কুল

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের প্রত্যেক উপজেলায় একটি করিয়া মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের যে প্রকল্পটি লইয়াছিল, অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে উহা বাতিল করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তটিকে ইতিবাচক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। উপজেলা পর্যায়ে ৩০৬টি নামি বিদ্যালয় তালিকাভুক্ত হইয়াছিল ঐ প্রকল্পে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়, অর্থের বিনিময়ে প্রকল্পভুক্ত হওয়ায় উহা বাতিল করা হইয়াছে। বিপরীতে প্রত্যেক উপজেলায় নিজস্ব ভূমিতে মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। এই নতুন প্রকল্পের ব্যয় যদি ডবলও হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। শহরের সমমানে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিকে লইয়া আসাই ইহার উদ্দেশ্য। আমাদের শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি সবই ইতিবাচক হয়, এমন নহে। পরিবর্তিত সিদ্ধান্তটি গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ-সৃষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়গুলি লইয়া গ্রামের শিক্ষার্থীরা যে দুরবস্থায় পড়ে মডেল বিদ্যালয়গুলি উহা কাটাইয়া উঠিতে সহায়ক হইবে। সরকার মডেল স্কুলের শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেলের ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশা বাছিয়া লইতে উৎসাহী হন। তৃণমূলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং মাধ্যমিক স্তরে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ও মেধাবীদের নিয়োগ করিবার নজির রহিয়াছে পার্শ্ববর্তী দেশে। সেখানকার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অভিন্ন। ফলে উচ্চশিক্ষিত যুবকরা ঐ তিনটি স্তরেই চাকরির সুযোগ পাইতেছেন। তবে, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে একটি সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিতে পারে। গ্রামাঞ্চলে মডেল স্কুল চালুর পর এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হইবে। তখন তাহাদের আসন মিলিবে কোন কলেজে? কলেজ স্বল্পতার চাইতেই বড় সমস্যা হইল কলেজগুলির নিম্নমান। মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি মডেল কলেজ স্থাপন করিয়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমরা চাই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলকার স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করুক। তবে বিদ্যালয় কিংবা কলেজ স্থাপনে সরকারি অর্থের অপচয় রোধও নিশ্চিত করিতে হইবে। পর্যায়ক্রমে মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক কিন্তু কোন কারণে উহা যেন মধ্য পথে থামিয়া না যায়। যেই কারণে উপজেলা পর্যায়ে মডেল বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের প্রকল্প বাতিল হইয়াছে, সেই একই কারণে যেন নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত না হয়, সেই ব্যাপারে কঠোর নজরদারি রাখিতে হইবে সংশ্লিষ্টদের। সর্বোপরি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মানসম্পন্ন করিতে হইবে। উন্নত অবকাঠামো, সুষ্ঠু পরিবেশ ও মেধাবী শিক্ষকই পারেন শিক্ষার মান নিশ্চিত করিতে। দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন হইলে হয়তো ভবিষ্যতে আলাদা করিয়া মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে না। তবে যতদিন সেই মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না পাওয়া যাইতেছে ততদিন মডেল বিদ্যালয়ই ভরসা।